সংবাদ

তারিখ ... 8 JUL. 2013 ...
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ... ৫ ...

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবারও হচ্ছে না গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

একই ধরনের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিকেল কলেজের মতো ক্লাস্টার বা গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা এ বছর হচ্ছে না। প্রচলিত পদ্ধতিতেই ভর্তি কার্যক্রম হবে। ইতোমধ্যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কার্যক্রম শুরু করেছে- এমন দাবি করে চলতি বছর থেকে গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা নেয়া সম্ভব নয় বলে মত দিয়েছেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা।

গতকাল শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপাচার্যরা এ মতামত দেন। তবে তারা বলেছেন, শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের হয়রানি ও বিড়ম্বনা লাঘবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একটি অভিন্ন ও গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পদ্ধতি থাকা প্রয়োজন। এটি করতে পারলে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে। বৈঠকে কেবল শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চলতি বছর থেকে অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী ছাড়াও ৩১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন- বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) উপাচার্য অধ্যাপক ড. এসএম নজরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মিজান উদ্দিন, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শাদাত উল্লাহ প্রমুখ।

বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, সরকার শিক্ষার্থীদের ভর্তি সহজ করার বিষয়ে আন্তরিক। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর কিছু চাপিয়ে দিতে চাই না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ঘটিয়ে ভর্তিচ্ছুদের সময়, অর্থ ও ভোগান্তি কমানোর বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। উপাচার্যরাও সরকারের এ উদ্যোগের সঙ্গে একমত পোষণ করেন। তবে তারা প্রায় সবাই বলেন, শীঘ্রই চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবে। ইতোমধ্যে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় তার ভর্তির আনুষঙ্গিক কাজ শুরু করে দিয়েছে। এই অবস্থায় নতুন পদ্ধতিতে ভর্তি করাতে গেলে জটিলতায় পড়তে হবে।

গুচ্ছভিত্তিক পদ্ধতি সম্পর্কে জানা গেছে, ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশে পরিচালিত চার বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে একটি কমিটি, পাঁচটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে একটি এবং চারটি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে একটিসহ মোট তিনটি কমিটি গঠন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এছাড়া গঠন করা হবে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি। পরিকল্পনা অনুসারে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা এক সঙ্গে গ্রহণ করা হবে।

পাবলিক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

পাবলিক : বিশ্ববিদ্যালয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এ ক্ষেত্রে অনুষদভিত্তিক চারটি থেকে পাঁচটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা এক সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে।